[redacted] ‘[redacted]-[redacted]’ [redacted]: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted] / [redacted] [redacted], [redacted]

[redacted]

[redacted]

সরকারি বেতন গ্রহিতার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হবার সুযোগ ছিল না। কিন্তু জিয়া সব আইন ভঙ্গ করে ১৯৭৮ সালের ৩জুন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

সেসময়কার গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং সরকারি চাকরিজীবীদের জিয়ার পক্ষ নিতে বাধ্য করা হয়। সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ছাপানো জিয়ার নির্বাচনী পোস্টারে পুরো দেশ ছেয়ে যায়। সরকারি গণমাধ্যমে ঢাকঢোল পিটিয়ে তার নির্বাচনী সমাবেশের খবর প্রচার করে।

অপর প্রার্থী ওসমানী অভিযোগ করেন, গণমাধ্যমে তার বক্তব্য বিকৃতভাবে হয়। তাকে নিয়ে একের পর এক ভিত্তিহীন রিপোর্ট প্রকাশ হয় সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকায়। এই নির্বাচনে গণঐক্য জোটের ৪০জন কর্মীকে হত্যার অভিযোগ ওঠে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হামলা তথ্য পাওয়া যায় ২০০টির বেশি কেন্দ্রে। পোলিং এজেন্ট আর নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের বের করে দেয় সংবাদ ছাপা হয় দেশি পত্র-পত্রিকায়।

নির্বাচন কাভার করতে আসা নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক উইলিয়াম বর্ডার ১৯৭৮ সালের ৪ জুন প্রকাশিত রিপোর্টে প্রচুর জাল ভোট আর প্রতিপক্ষ এজেন্টদের নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে বের করে দেবার খবর এবং ছবি ছাপে। তার পরেও শতকরা ৭৬ ভাগ ভোট দেখিয়ে রাষ্ট্রপতি হন জিয়া।

প্রশ্নবিদ্ধ ১৯৭৯ সালের নির্বাচন
১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর জিয়াউর রহমান তার একক নেতৃত্বে রাজনৈতিক দল বিএনপি গঠন করেছিলেন। তার সামরিক ক্ষমতা বেসামরিক মোড়ক পরিয়ে পাকাপোক্তভাবে পরিচালনা করার জন্য ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন জিয়াউর রহমান। আবদুল মালেক উকিলের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে ছিল তার প্রধান প্রতিপক্ষ।

১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও দুর্নীতির অভিযোগ ওই সময়ের কোন কোন গণমাধ্যম প্রকাশ করে। অভিযোগ আসে গুণ্ডা বাহিনীর কেন্দ্র দখলের। পাশাপাশি সেনাবাহিনীসহ সরকারি কর্মকর্তাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। আওয়ামী লীগ প্রার্থী এবং নেতা কর্মীদের উপর চালানো হয় অত্যাচর ।

সংবিধান লঙ্ঘন করে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, পিডিবি এবং নেজামে ইসলামের যুদ্ধাপরাধীদের নতুন জোট ইসলামিক ডেমোক্রেটিক

লীগকে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। কারচুপির সুযোগ দিয়ে তাদেরকেও ২০টি আসনে জয়ী দেখানো হয়। জিয়ার বিএনপিকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে ২০৭টি আসনে বিজয়ী ঘোষণা করে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যে সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে কবর দেয়া হয়েছিল, জিয়া তা কবর থেকে তুলে এনে নতুন জীবন দিয়েছিলেন। বিএনপির মনোনয়নে বিপুল সংখ্যক দালাল ও স্বাধীনতা বিরোধীকে বিজয়ী করে জাতীয় সংসদে আনা হয়। রাজাকারদের পবিত্র সংসদে ঢোকার সুযোগ করে দেন জিয়া।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা এবং পাকিস্তানের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘে ছুটে যাওয়া শাহ আজিজুর রহমান এবং রাজিয়া ফয়েজের মত কুখ্যাত রাজাকারদের জিয়াউর রহমান ভোটকারচুপির মাধ্যমে জিতিয়ে এনেছিলেন সে নির্বাচনে।